প্রসঙ্গ: শিক্ষা ও মাতৃভাষা

নূর মোঃ শামীম ইবনে ঈমান

বিশ্বের ইতিহাসে আমরা সেই অনন্য জাতি, যারা ভাষার জন্য যুদ্ধ করেছি, জীবন দিয়েছি, এনেছি স্বাধীনতা। আমরা লাখো শহীদের প্রাণের বিনিময়ে পেয়েছি আমাদের বাংলাভাষা। তাই এ ভাষা জাতির ইতিহাসে গৌরবের বস্তু । ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

মানুষ সহজ ও সাবলীলভাবে মনের ভাবের প্রকাশ করে থাকেন মৌখিক উপায়ে । আমাদের সমাজে আঞ্চলিক ভাষা ছাড়াও স্থান-কাল-পরিবেশে মানুষের মৌখিক ভাষার শব্দ এবং উচ্চারণের ভিন্নতা থাকে। এ ভাষাতেই শিশুরা মনের কথা এবং পারস্পারিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। ফলে সে সেই ভাষা ও ধ্বনিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে ।

দেয়ালিকা শিশু-কিশোরদের মেধা, সৃজনশীলতা, রূপ আর রঙের নান্দনিক শিল্প। দেয়ালিকাকে কেন্দ্র করে কিশোরদের সুন্দর হস্তাক্ষর, বর্ণিল ছবি ও রুচিশীল মনের প্রকাশে গড়ে ওঠে চারুশিল্প । কিন্তু কোথায় এর কতটুকু চর্চা রয়েছে ? ম্যাগাজিন, বইপড়া প্রতিয়োগিতা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, ভাষা প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সংবাদ পাঠ, রচনা প্রতিযোগিতার সাংগঠনিক রূপ স্কুল-কলেজে থাকলে মাতৃভাষার পরিশীলিত চর্চা বৃদ্ধি পাবে। এজন্য ক্লাসের পাশাপাশি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানও জরুরী। ক্লাস রুটিনে এসব বিষয়ের উল্লেখ থাকলে মাতৃভাষার চর্চা বেড়ে যেত।

ক্লাসে শিক্ষার্থীকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে, কেউ কেউ বলে থাকে এর উত্তর সে লিখতে পারবে, কিন্তু ভালোভাবে বলতে পারবে না । শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার জন্য যেভাবে ভাষার লিখিত রূপ শিখছে, সেভাবে ভাষার মৌখিক রূপ শিখছে না । আবার প্রবন্ধ, ভাব-সম্প্রসারণ, সারাংশ, সারমর্ম পত্র ইত্যাদির মুখস্থ উত্তর যদি পাঠ্য বই থেকে লেখার সুযোগ থাকে, তাহলে শিক্ষার্থীরা নম্বর বেশি পায় ঠিকই, কিন্তু এর ফলে শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান, তথ্য উপস্থাপন, বর্ণনাভঙ্গি, যুক্তিবিচার ও বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতার মাধ্যমে সাহিত্য ও শিল্পের চর্চার সুযোগ ততটা থাকে না। ফলে একদিকে যেমন উচ্চারণ ও বানানের ভুল এবং শব্দের অপপ্রয়েগের সম্ভাবনা থাকে, অপরদিকে সাহিত্যের রূপ-রীতির চর্চা থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে থাকার সম্ভাবনা তৈরি হয় । আবার উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীও যদি হুবহু উত্তর খুঁজেন, তবে শিক্ষার্থী কি ভাষা ও চিন্তনদক্ষতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে?

একুশ শতকের শিক্ষা এখন আর নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই । প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে ভাষার উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মত প্রকাশে সচেতনতা দরকার । ই-গভর্নেন্স, ই-লার্নিং প্রভৃতি সেবা চালুর ফলে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেবা দ্রুত হওয়ায় উৎপাদন বেড়েছে । হাইটেক পার্ক স্থাপন, ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর ,আবহাওয়া বার্তা প্রভৃতি সেবার কারণে মানুষ নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে, দেশ ও জাতি হিসেবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি । ভাষার বিকাশ ও বিবর্তন মানুষকে ঘিরেই । তাই জীবনযাত্রার উন্নয়নের ফলে নানামাধ্যমে ভাষার বহুমুখী ব্যবহার সুদৃঢ় করতে প্রয়োজনীয় অ্যাপ্স সমৃদ্ধ হলে মানুষ তা সহজেই গ্রহণ করে ভাষাকে সাবলীল করতে পারেন ।

শিক্ষার্থী সাধারণত নম্বর বা প্লেসকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রকৃত অর্থে শিখন ফল অর্জনই লক্ষ্য। একীভূত শিক্ষার জন্য ভাষার মৌখিক অনুশীলন খুবই জরুরী । ভাষার মৌখিক রূপের মূল্যায়ন বেশি হলে শিক্ষার্থীরা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে আরো এগিয়ে যেতে পারে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলা ভাষার গুরুত্ব রয়েছে । মাধ্যমিক স্তরে বিদেশি ভাষা ভাষা শেখানোর পর কারিগরি বিদ্যা অর্জিত হলে তাঁরা খুব সহজে বিদেশিদের কথা অনুসারে কাজ করতে পারবে, সেদেশের আইন ও শৃঙ্খলা জেনে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হতে পারে। তা না হলে নির্ভরতা বাড়বে, শ্রমের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন, আবার কেউ অজ্ঞাতসারে নিয়ম ভাঙ্গার দোষে অপরাধী হতে পারেন । তাই বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করেই বিদেশি ভাষা ও কারিগরি বিদ্যা শেখানো হলে জনসম্পদ রপ্তানী বৃদ্ধি পেতে পারে । একদিকে বাংলা ভাষার পরিভাষা এবং বৈশ্বিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান আহরণ হবে, তেমনি বৃদ্ধি পাবে বাংলা ভাষার কলেবর । এজন্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদেশি ভাষা শেখানো হলে ভাষার মাধ্যমে মানবসম্পদ বৃদ্ধি পেতে পারে।

নগরায়নের প্রভাবে ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন পণ্য কিনে থাকে । এতে করে অপর ভাষার উচ্চারণেও সংকোচ দেখা য়ায় । শিশুরা বেশি শিখে কোন কিছু দেখে। তাই শিশুদের উপকরণ, খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের গায়ে বিদেশি শব্দের এবং বাংলা ভাষার ব্যবহার থাকা দরকার।

শিক্ষার্থী ভর্তি এবং নিয়োগ পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয় থেকে সাধারণত প্রশ্ন থাকে। বাছাই প্রক্রিয়ায় বাংলা বিষয়ের একদিকে যেমন তাত্ত্বিক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, অপরদিকে এমসিকিউ পরীক্ষা পদ্ধতির ফলে ভাষার মৌখিক রূপ যেমন আবৃত্তি, অভিনয়, বক্তৃতা, পঠন, বানান, হস্তলিপি প্রভৃতির যাচাই করার তেমন সুযোগ থাকে না। ভাষা ও সাহিত্যের সাথে ইতিহাসের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এখন ভাষা, সাহিত্য এবং ইতিহাসে পারদর্শিতা থাকলেও পরীক্ষার অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা কম থাকার দরুন প্রাথমিক বাছাইয়ে বাদ পড়ে যেতে পারে। ফলে ভর্তিচ্ছুদের কেউ কেউ বাংলা বিষয় আগ্রহ কম থাকা সত্বেও পড়ে। সামাজিক মর্যাদা, চাকুরীর ক্ষেত্র এবং পুঁজিবাজার নানা কারণেই এখন ছেলে-মেয়েরা চিকিৎসক হতে চায়। ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সাহিত্যের রূপ-রীতির প্রতি ঝোঁক এখন আর তেমন নেই বললেই চলে। শিক্ষার্থীদেরকে উদার, মুক্ত ও সাহসী হিসেবে গড়তে হলে তার অনুভূতি বা ভালোলাগা বিবেচনা করা দরকার ।

বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাধ্যমিক স্তরে ভাষার ক্ষেত্রে বিজয়ীদের যদি সরাসরি ভর্তির সুযোগ থাকত, তবে এসব প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। দেশের প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন শর্ত ও নিয়ম রয়েছে । ভর্তি পরীক্ষার নির্ধারিত বিষয়সমূহের তাত্ত্বিকজ্ঞানের মূল্যায়নের প্রাধান্য থাকায় ভাষার প্রকাশভঙ্গির মৌখিক দিকটির প্রতি ছাত্র-ছাত্রীরা তেমন গুরুত্ব দেয় না।

সকল ভেদাভেদমুক্ত অসাম্প্রদায়িক জাতিগঠনে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম । আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক আমাদের মাতৃভাষা । তাই আসুন, আমরা সকলে মিলে আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করি ।